“Don't bend; don't water it down; don't try to make it logical; don't edit your own soul according to the fashion. Rather, follow your most intense obsessions mercilessly.”

- Franz Kafka

Dalí
1940

বারীন ঘোষাল- এর দুটি কবিতা

রবের আকাশ

বিজনের কলকন্ঠ শুনতে চেয়ে ফোন করি তোমাকে
তুমি কল খুলে দাও
নদী
জল নেই
রঙ

রব- এর আকাশ
আকাশের রবে
ঢেউ দোল দোল ফিরে যায়
পুরো মাস্তুল
আধো স্তন
অপলম চপলম প্রজাপতি আর থামে না

তার দুপাতা পাখার কোনটা আয়না
না মালুউউম

এই পরীর সোনা যে কোথায় খোয়া যায়
এখন এই জাদুয়ানাটায় হাড় পরাবে কে ছোঁয়াবে

ডিরেল

নতুন পাখির ক্যালেন্ডারে বসেছে হিম বুলবুল
আঁকা ধা নি শিস আর ডাকবাক্স জল শুকোচ্ছে

অবন্যার দেশে এত জলকুনো আগে দেখিনি
গাইছো দুলছো চেয়ারে বসে রক করছো
নাক্স ভোমিকার ট্যাপ যেন

তার বাম স্তনটি লাইটহাউসের দিকে মুচকে তোলা সজল
আর দৃশ্যটিও খিলোনা দৃষ্টিতে
কবিতার শেষ লাইনটা ডিরেল হল এভাবে

ভালোই হল
রামধনুটির অছিলা ফিরে এল
হাতে কিছু নেই
হাতে তো কিছুই নেই
এত বারিশের দেশ
তবুও কী হিম
হে হিম
হিমোওরে. . .

তানিয়া চক্রবর্তী- র কবিতা

আদেখলা শহরের মুদ্রাহীন চাঁদ

১/ রাস্তা

মাঝে মাঝে চটি

পরাগরেণু, গু, ঠোঙা পেরিয়ে ফেলছে
একটা ভাবী শহর
মিলনের আগে সূর্যকে নাভির কথা বলে
সূর্য পোড়াতে চায় ছায়াপথ
আলোকবর্ষের ধিক্কারে ক্রস পলিনেশন ফ্লেভার
দু'পাশে তুমুল অসমাপিকা ক্রিয়া
রাস্তার পিচ আলগা হলে পাথর উঠে আসে
পাথরে পড়ে থাকে হাইমেন
ভালবাসা থেকে ঘৃণা অবধি
মূর্খ হীম্যান পুড়িয়েছে চারশো- কুড়ি বার
মেহগিনি গাছ কাটা পড়লেই
বুঝতে পারি ঋতু কমে আসছে

২/ বারান্দা

একটি গ্রিল নাতিশীতোষ্ণ- - -
প্রত্যেক মাসে তাকে পেরোই
তারে ঝুলে থাকে ব্রা ও নেপালী টুপি
মনে কর,
বীজ গণিত শিখছ ছকের মধ্যে
মাথা কুঁটছে মানিপ্ল্যাণ্ট আর গৃহপালিত তুলসী
একটা বারান্দা চরমভাবাপন্ন- - -
অযথা নষ্টামির নামে
বাতিল হয়ে যাচ্ছে একটা রাস্তার গর্ব

৩/ দরজা

দরজার মাথায় ওঁ
ঘটে মঙ্গলচিহ্ন লাগিয়ে পাপের পাপোশ দেখো
কত কিছু বলে দিচ্ছে কেউ
আগমনী বিশ্বাস করে - - - বিচার করে না
দরজার সামনে একটা আদিবাসী হাঁ- মুখ
চাঁদ আর কাঁথা ভেদ ভুলে গিয়েছিল
চাঁদে এখন কাঁথা- কলঙ্ক
দরজার গায়ে নেমপ্লেট
“রতিকলা ও চন্দ্রিল প্রজাপতি”
এখানে বিজ্ঞাপন মারিবেন না

৪/ ঘাট

আমরা একটা ত্রিভুজ নিয়ে নৌকায় উঠেছিলাম
নৌকায় ঘুমোচ্ছিল গার্হস্থ্য ও যমজ
মেয়েটার শল্কপত্রের তদন্ত করছিল নায়ক
আর অতৃপ্ত চিল
সমস্ত মেয়ের নাম দিচ্ছিল
তিনবছরের সোনা, দেড়বছরের সোনা, চারদিনের সোনা
গোল গোল গোড়ালি বুঝিয়ে দিচ্ছে
পোষণ ও পেষণের ফারাক
একটা দুর্দান্ত চাদরে মুড়তে গিয়ে
হারিয়ে ফেলেছি ঘাট,
মধ্যাহ্নের লেবেল ক্রসিং - এ
একটা গাঢ় সূর্য কলাবউ হয়ে গেছে

৫/ সভাঘর

সভাঘরের বাইরে কেউ ঘুর ঘুর করছে
একটা শহরের নাম সরাইখানা
মাইকের গায়ে হুম হুম হুমকি নিয়ে
কবিতা পড়ছিলাম- - - নৈসর্গিক মিথ্যের জুডাস- প্রিস্ট
লেদারের ব্যাগ থেকে বেরিয়েছিল অজগর
আম পেড়ে খাওয়া হয় নি - - - ঝোড়ো হিংসা
বোলহীন আম গাছের তলায় পড়ে থাকা গোলাপ
ভালবাসার বাহানায় নগ্ন হয়েছে কেবল. . .

৬/ বস্তি

উনুনে জ্বলছে আগুন - - - আগুনের দফারফা
পাকস্থলী যাচাই করছে সূর্যমুখী তেল
কতখানি জ্বলবে থলির মেঝে
দাদরা বাজছে নববধূর বুকে
সেলামি নেওয়া সমাজ
লুকিয়ে রাখছে সিপাহী –বিদ্রোহ
কত কত করে গিলে নিচ্ছি ফ্রেঞ্চ- ফ্রাই ও কোহল সন্ধান
ল্যাংড়া পা পতাকা দিয়ে মুড়েছে টালি আর ক্ষত
আর হেন করেঙ্গা শহরের ডান স্তনে
লেগে থাকছে ইঁটের গুঁড়ো- - -
আদেখলা শহরের চেতনানাশকের নাম বস্তি

৭/ প্রতিষ্ঠান

ওরা অন্ধকার ঘরে শেকল বাঁধে
কলতানের ঝুঁটি আর টুঁটি চাপে
রবাহূতরা দেখেন গোলকৃমি
অনাহূতরা বলেন ইস! অ্যাসকারিস
অশ্লীল শরীরে চাপা দাও কিছু
যত দিন না বৃন্ত নিষ্ক্রিয় হয়!
উদবর্তনের মুখে কর্ক চাপা দাও
- - - ডারউইনের জিরাফ
এটা জাতীয় মন্থন
এখানে পিপীলিকার পাখা বেরোনোর আগেই
প্রবাদ ওকে মেরে দেয়
কারণ রেগুলেটরের রোধ আগে থেকেই ঠিক করা থাকে

৮/ শহর তুমি চামড়া ঢাকো- - - হট প্যান্ট

চামড়া ঢাকো ঈশ্বরী
অ্যাপল অফ প্যারাডাইস - - - চামড়া ঢাকো ইতিবাচক
যতই ওপরে থাক ডিম্বাশয় - - - ওসব কোনো যুক্তি নয়
উহ্য থাক প্যালেস্টাইন
যতই নীচে থাক শুক্রাশয় - - - ওসব কোনো মুক্তি নয়
উহ্য থাক প্যালেস্টাইন
মিছিল ঘোরে, রেচন হলে ঘুমিয়ে পড়ে
ঘরকে বল - - - ঘরকে বলো মিছিল হতে
ইট খুঁড়লেই মাটি, মাটির তলায় জল

- - - এবার জল জীবন

৯/ ইলিয়ড পার্ক

ওখানে জোড়া বাদাম
কলোনির ব্যাকটেরিওফাজ পেরিয়ে
মেডিক্যাল স্লাইডে আয়না হতাম- - -
ডানদিকের ফোয়ারায় যৌগিক হত অস্থি
পুড়িয়ে বোঝাও অধিষ্ঠানের রাজা
কেন পুরোনো পার্ক গিলে নিচ্ছে আমায়!
উড়োজাহাজ থেকে পড়ে যাচ্ছে কেন সদবিম্ব!
ওল্ড মঙ্কের মতো সামনে জোরালো ফ্যারাও- - -
সমস্ত ভুলের দেজাভু খাব ঢোক গিলে
ফিরে এসো ২০০৮ –এর শহুরে পার্ক - - - ইলিয়ড
এখানে এখনো আপেল বাগান
সিংহদুয়ারে ফেলে রাখব কেশর আর স্বীকারোক্তি. . .
সমস্ত গাঠনিক প্রেম একটা দুঃস্বপ্ন - - -
নায়গ্রার নামে ভয় আসে শুধু উঁচুর
পুরোনো খিলানের পাশে বিশ্বাসী চোখ নিভে যাচ্ছে
একটা ক্রেন দিয়ে তুলে নাও ইলিয়ড পার্ক - - - অধিষ্ঠানের রাজা

১০/ একটি শহুরে মৃত্যু

পিস- হাভেনে থাকবে কোনো মূলত মূল্যের দেহ
ঘাটে পড়ে থাকবে টাওয়ার খসা বাদর
শ্মশান লুটবে চিতা - - - যন্ত্র অনুযায়ী ডিকশন

উড়ছি, উড়ব, পুড়ব
উষ্ণপ্রস্রবণ থেকে ছুটি নেব অনাদি ও দীর্ঘ
কয়েকটা বছর অধ্যুষিত শব্দ অন্যায় করব
ধারালো শব্দ - - - ধারালো জীবন
শরৎ - এর কুয়াশায় মৃত্যু দিও আমায়
নাভি রেখে যাব পবিত্র দ্রাঘিমায় - - –মুদ্রাহীন চাঁদ
ডেজি আর অর্কিডে সাজিও আলেখ্য - - -

রঞ্জন মৈত্র- র কবিতা

প্রেমের কবিতা

১.
অন্ধকার নিভে গেল
তারও আগে আলো
আর তো পানিনি নেই
আশুতোষ দেবও প্রয়াত
তো যে মোড়
মনে যা মানস
ধর্মচক্রের কেন্দ্রে যে হাতের ওম
দিনপঞ্জী পার হয়
ভয়েজের উত্তাল ভয় একা পারে

ঘর বাড়াবার টান স্কেচ পেনে
একখানা মোমবাতি একটা ভারবি
রাখা যাবে কিনা
ঘনীভূত শব্দটির গা ঘেঁসে কুমোরটুলি
গড়ে উঠছে দশপ্রহরণ
উপকূল ভেঙে গেলে
মনে পড়বে কল পার মেসেজ বীথিকা

২.

ছালচামড়ার কাছে প্রথম কদম
গুলি খাওয়া শামিয়ানা
পথস্থ সুলভ মাঝে দু টাকায় শাওন শাওনি
পেছোলেও গান হয়
বাজনা হয়
নেমে এসে গেট খুলছ কিনা
অন্যথায় দিওয়ার- এ- বুলন্দি
ক্রিয়াভিত্তিক তালা
স্রেফ ফুঁকে দেব

গরীব রাস্তার আছে আকুল মহুয়া
টুসটুসে সঁইয়ার নিচে কাঁকড় কল্লাচ
উদোম কিতাবেরও এক গান
রেশি খোলা
চামড়ার মল্লার
চাঁদমারি ডাঙ্গায় ঝরে পড়ছি
তালা চাবি অভিধান গুঁড়ো ভালবাসা

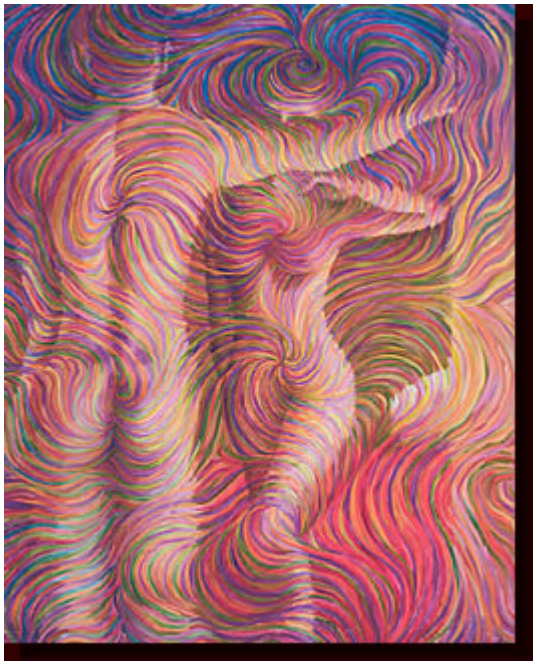

জপমালা ঘোষরায়- এর কবিতা

রতি ও আরতি

১. সন্ধ্যা X রতি = সন্ধ্যারতি

শুধু সন্ধে হলে থেমে যাই ২/১ পেগ অবসাদের কাছে... রতি ও আরতি একাকার হয়... এ ছাড়া আমার আর কোন আরাত্রিকা নেই...মোমশিখা থেকে জিভ তুলে নিয়ে আত্মগত প্রশ্ন রাখি, যারা সঙ্গম পারে, সম্ভ্রমও পারে কি?

ইং হরফে সন্ধ্যারতি লিখতে গিয়ে ভুল আঙুল Y এর বদলে X এ ক্লিক করলে শঙ্খধ্বনির মর্মমূল থেকে নেমে আসে সন্ধ্যা X রতি = সন্ধ্যারতি। যাবতীয় নিনাদ তাতে অপাবৃতই থেকে যায়...বাদুড়ডানার পালকনামায় তখন কে আসে? কেউ কি আসে?

আমার আমি থেকে ঐশ্বর্য খুঁজে খুঁজে আমি যে ঈশ্বর নির্মাণ করেছি তার কাছে আমার বিনীত প্রার্থনা, যাপন ও বিন্যাসে প্রিয় মানুষ... প্রিয়তর মানবকে যেন আমার তৃতীয় হাত অর্থাৎ অজুহাত স্পর্শ না করে।

২. সকাল রতি

মোহকে যদি বল হ্যাংলামি, তাও যখন থাকে না, তীব্র যন্ত্রণার সংবেদনে আমি আবার শামুক হই...তুমি আমার কঠিন খোলসে জল আর আগুনের অভিমন্ত্র রাখতেও পারো না। আমি তোমার সাবেকি বাড়ির দোদুল্যমান চেয়ারে বসে দুলতে দুলতে ক্রমশ আরও শামুক হই... তুমি আমাকে আর খুঁজে পাওনা...নিঃসঙ্গতা যতদূর শুষে নিতে পারে বৃত্তাকার রোদ্দুরের নির্বাক বিস্তার.... তুমি হারালো! হারালো! বলে চিৎকার না করে আমাকে আত্মরমণ ও আত্মদমনের মধ্যে খুঁজতে চেষ্টা কর..... পারো না. . . . .

৩. অন্তরতি

উইন্ডোজ খোলা থাক.... অফিসের জাফরি জানলায় বৃষ্টির স্বেদবিন্দু.... অনেক নীচে চলিষ্ণু শহর. . . সারারাত চালু থাকে এখানে সার্ভার। বিদ্ধস্ত রুমালে মোছা অন্তরাগ.... আর কর্পোরেট লিপ্সটিক....আমি এখন অমিত আভায়....নির্গত সান্দ্রের ভিতর... ডুব ডুব ডুব সাগরে. . .

তুমি লগইন কর...আঙুল বোলাও নিজস্ব টাচপ্যাডে...আঙুল বোলালে শব্দ হয়...কথাও হয়...বৃন্ত ও শিকড় কথা বলে...তন্বী নীবি থেকে আড়মোড়া ভাঙ্গা ডালপালা বিস্তারে গাছেরা কথা বলে...পালকিক শিলাস্তর ভঙ্গিল পর্বত, সবাই কথা বলে। ক্লিক করলেই ডুয়ার্স অঞ্চল বেয়ে নেমে যায় পাগলাঝোরা. . .

এই বনমর্মর এই নদীনির্ঝর আর বল্কল খুলে রাখা গাছেদের গল্প অনর্গল বলে চলেন কোনো প্রবীণ গল্পকার।

৪. বৃক্ষরতি

আপাত ভাবে তুমি যাকে বীজ ছিটানো বল আমি বলি বৃক্ষরোপণ। পায়রা ও ধানখেতের ভিতর শুয়ে থাকা উদ্বাস্তু হ্যারিকেন নিজের বুকের আলো নিভে গেলে জ্যামিতিক সঙ্গম খোঁজে। তুমি গুপি বাঘার পোশাক পড়ে গাছেদের কাছে শিখে নিও বৃক্ষরতি। কেননা ভোরবেলাকার নিস্ফোম্যানিয়াক রতি ও আরতি আমাকে বারবার একটাই মন্ত্র শিখিয়েছে, গাছই শ্রেষ্ঠ যৌনশিল্পী।

স্তনবতী মেঘের আকাশভাসি এলাকাজুড়ে স্নায়ুকোষ ক্রিয়াশীল রেখে তাই অনুভব করেছি কাদাকুলি মেয়েটির লালচে জরায়ু থেকে মাথা তুলে দাঁড়ানো স্বর্ণচাঁপার অ্যারোমা. . . .

৫. আর্তি

ছাদে এলেই সন্ধ্যাতারার চুড়ান্ত ক্রাইসিস শঙ্খধ্বনির ওয়েবলেংথ মাপে। রতি ও আরতি কোন কিছুরই মন্ত্র শিখিনি আমি। দীপ্যমানতার কথা আরেকবার ভাবাও!...এই বলে মঙ্গলমূর্তির চোখের তারার কাছে আরাত্রিক মোমশিখা ধরলাম... কিন্তু এই পরম্পরিত রূপক কি রূপায়িত করল কিছু?

বিমর্ষ প্রহরের ক্লীব চিন্তার কুহকে অতি পরিচিত পথও যেখানে প্রতিদিন হারিয়ে যাচ্ছে, সেই ঊষরতায় আর কোন বৃষ্টির স্বপ্ন নেই... স্বপ্নদুষ্ট বীর্যপাতও নেই... যোনিরক্তের মতো লালচে অন্ধকারে মুহুর্মুহু মহাপ্রাণ ধ্বনিতে দামিনী খুঁজছে মৃত্তিকা কে. . . . .

হে প্রভু! আমি আর কতদিন আল মাটি চাল করে ব্রহ্ম প্রসব করবো ?

৬. পরমারতি

পরম কে আর্তি জানাতে জানাতে প্রকৃতির পরমা রতি = পরম আরতিতে তুরীয় হয়ে দেখলাম, নগ্নতাই লেখা হচ্ছে শুধু দিগন্ত জুড়ে. . . . .

হাওয়ার নষ্টনাভির কাছে খিলখিলিয়ে ওঠা মাঠ- কাঁদরের জন্য চুপিসারে উষ্ণ হচ্ছে একটি লেসবিয়ান আতাগাছ...তার ষোড়শীস্তন নাইটল্যাম্পের মতো জ্বলছে হাসনুহানার কোহলিক আমন্ত্রণে.... বৃন্ত ঠুকরে দিচ্ছে তোতাপাখি. . . .

বেহুলা গ্রামের রাতমঙ্গল এভাবেই লিখছে হাস্কিংমেশিন.... বিবাদী বিড়ালের নখ বিজিত হচ্ছে... রাত্রির ল্যাবরেটরিতে মিশে যাচ্ছে জয়মঙ্গলবার ও জুম্মাবারের H2O. . .

তারপর জল থৈথৈ খরকুটো জীবনবিন্যাস..... পরমারতি লেখা হচ্ছে দোয়াতসন্ধানী পালকনামায়. . . .

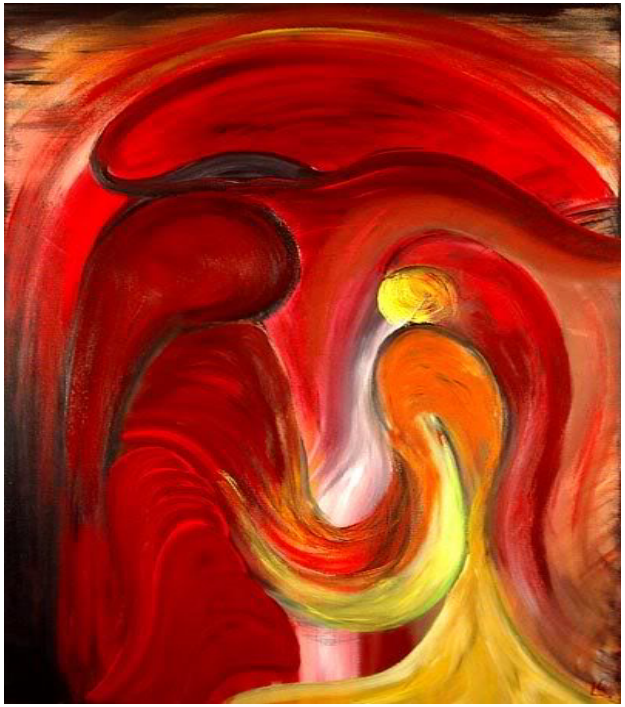

অর্জুন বন্দ্যোপাধ্যায়- এর কবিতা

এ্যারোড্রাম পদ্ধতি

১.
খ্রীষ্টাব্দের মতো শিস
প্রেতাত্মা পূর্ণত, এ্যারোড্রামের কাছে শব্দদৃশ্য, মেঘ
এইভাবে যন্ত্রাংশ চুপ ক'রে থাকে

অনুকূল হেলান দিয়ে গদ্যের মহৎ স্প্রিং ও স্বাস্থ্য লক্ষ ক'রে
দু'বার, তিনবার. . .
দু'তিনবার সাক্ষ্যপ্রমাণ স্মিত ও শ্রেষ্ঠ হয়েছে

২.
আমি ভাবি বনজ, অবসরোবর
লোকটা মাছের ভিড়কে যেমন প্রতিফলিত বুঝেছে
বিভ্রান্তিকে, এই উচ্চতা থেকে দেখলে আমি শ্রদ্ধাবনত হই

একটি হ্যাঙারকে স্বপ্নে দেখেছি
একটি জামাকে। সুতির।

৩.
বিদেশি লাল
লেন্সে ও আয়ত্তে ছড়িয়েছে।
পাখা অতিরিক্ত যেনতে এবার

ইত্যাদি প্রযুক্তি আজ্ঞাবহ, এবং রাইফেল চকচকে

৪.

নিমফল ও রাক্ষসগণ
বাগান, পৃথিবীর লম্বা নালন্দা
ধন্যবাদ সম্পর্কে আর্য হয়ে উঠল মানুষের কেন
শব্দের তাপ ও গর্ভসৈনিক
ন্যাসপাতি, শস্য, নৌকাটি দেহাতী হয়েছিল
ভিক্ষার গম্ভীর ডাকে

দেবযানী বসু- র কবিতা

তুলোকোষের নিবেদন

গোণাগুণতি কয়েকটা মাত্র হাড় হাত সাফাই করেছি। হাড়ের ভিতর নিয়মিত আঁখি – বর্ষার জল ফেলে প্রীতমন। উনুনে আগুন- তুষ উড়িয়েছে জোছনা... প্রীতমন গ্রহ জোছনাদের পথ খুলে দিলেও চাঁদকে দিতে পারে নি। ব্রোঞ্জ জোছনায় রোজকার পাউরুটি ডুবলে আমার ঘরে ছায়ালোড। নাড়ি টিপে ধরে সেই উনুনের আত্মজীবনীর পাশে দুদণ্ড জিরই ... ঝড় ও যুদ্ধ কোণ থেকে কোণে সরে যায়।

শব্দ তোল প্রীতমন... তোল। জোরে। জাগ্রত শব্দের কাছে প্রেমভাঙা মানত. . .

জলপাখিদের বাসায় আইপ্যাড কুরুক্ষেত্র। ডানার ওপর সেতুকর কাঁকড়া বসিয়েছে। কবিতার অন্যমনস্কতায় চোখ ও মুখ কুঁকড়ে আসে। ঝর্নার কোটিপতি ঢেউয়ে মেয়ে নীলকণ্ঠ আডানা ভেসে গেছে। অবিশ্বাস ডেবিট কার্ডকে মুহূর্তে ক্রেডিট কার্ড বানায়। আকাশের অলটিচিউড থেকে লাফাতে বলেছ ব্যাটারিখোলা ঘড়ির সময়ের ভিতর। কবিতা অবসেসন... নক্ষত্রখুনের পালা শেষ হলে পেসমেকার পিসমেকার হবে। আছে অর্ধেক সাগর অপেক্ষায়. . .

কোটিপতি লং মার্চে এসো ... ওয়ান... ওয়ান টু ওয়ান ... অ্যাটেনশন প্লিজ জলপাখি

পাখিবিদ্রোহের শেষ দেখে ছাড়ব। চর্বি বাড়ছে মেয়েকবিদের যে কোনো কবিতাবাসরে এলে। গোপন গাড়িগুলি সিগন্যালের বাঁদর নাচানো ভূমিকায় খুশি ... তমসার তিরে কাশফুলের ব্যবহার মাছের কানকোকে রেডিওস্টেশন বানাতে পারে। হৃদয়ের বিপরীত শব্দে পা রেখে টলমল করছে কাশদল... বার খাওয়া পরিবার ... শূন্য আঁকড়ানো ডলফিন... ক্যানভাসে কাঁটাডালের অনন্ত বুদবুদ। বন্ধ্যাত্ব কিংবা বর্নান্ধতা পিচকারিতে তুলে ক্যানভাসে ছড়ানো ছিটানো নৌকোদের ঘরে ডেকে আনি । ভাইব্রেশনে সাজানো সকাল দুপুর . . .

থার্ড সেলের মোচড় ... ড্রপস অফ খিস্তি... মস্তিষ্ক ধুইয়ে দিচ্ছে ফাঙ্গাসের নিঃশ্বাস ... হেই মাথা তোল... মেডুলায়

পুশ. . .

হিরে গুঁড়ো দিয়ে কপালের চিকিৎসা চলছে। অশ্বমেধের লাজুক ঘোড়া বীরা ঝর্নার ধারে। প্রচুর ফটোসেশনে করতালি... ম্যাচো ইমেজের গেঞ্জি ভিজে যাচ্ছে । ঘোড়ার নীলশ্রী হৃদয় থেকে উঠছে ঘন কুয়াশা। বায়ুদূষণের কথা মাথায় নিচ্ছি না কেউ। ঘোড়ারা লাফিয়ে যাচ্ছে ছাদ আর হস্তমৈথুনরত চাঁদ । লাফানোর শিল্পকলা নতুন পোল তৈরি করে। শিশুদের দেহে আঁশ... শিশুরা দ্রুত অনুমোদন পাচ্ছে না। যৌনতার পিক্সেল তুমি আমি যতটা খাই পি. সি. তত্তা খায় না হজম করে না । নীল অতিরিক্ত চটকালে ভিতরকার হলুদ মুক্তি পাচ্ছে। এসো নীললিঙ্গম

আমি উদ্বিগ্ন সিসিউ সাজ সরঞ্জাম নিয়ে। মাটির প্রদীপ স্ট্রাটোস্ফিয়ার পর্যন্ত আলো পাঠাচ্ছে । তোমরা যাকে বলো আকাশপ্রদীপ প্রণাম, যাকে বলো তুলোকোষের নিবেদন যা কিনা বিদ্যুতের নীলে বিদ্যুতের হলুদ. . .

কবিতার অযৌন হাতে হাত ধরা ঃ সেক্স জাগুক না জাগুক আজ পালকযাত্রা... প্রথমেই হাড়ের নিজস্ব সাফাই হাড়ের সীমায়নকে দিয়েছি আমার চঞ্চল দোয়েল লেজ। বর্ষার ছাতা সারা বছর ব্যবহারে লজ্জা পাই। ছাতা খুললে অন্তর - বাস চোখে পড়ে।

কবিতার গণকরাশিঃ গণ রমণক্ষেত্র নিয়ে মতভেদের আশঙ্কায় লাভদায়ক আসনগুলির মুখে কুলুপ । কবিতারও আছে রাসায়নিক অশ্রু ... কুক কুক করে লাইনে ঢুকে পড়ছে স্বার্থ ... মৃত্যুর পর আমি সমুদ্র হব... মূলরোমের ভালোবাসা পঙক্তি হারানোর আগেই ইনসুলিন নিয়ে নেবে। সব অসুখই ইউরোপীয় নয়... ঝাউগাছের ব্রতচারিতায় স্নিগ্ধ হব

ধার করা ঘুম আমাকে মুক্তি দেবে। ঘুমের ধার ঘেঁসে আরও আরও আরও ঘুম... আমার সিনামন ঘুম কেউ কেড়ে নিক তা . . .

নীলাব্জ চক্রবর্তী- র কবিতা

পালকের জন্য প্রস্তাবনা

১.
ফ্রিজ হাঁ করলে
ভেতরে কিছু গার্গল জমে যায়
আর দরজার অনেকটা নিয়ে
ফিকে হয়ে আসেন তাঁর গুণের পালক

লক্ষ করুন

ড্রপ খাচ্ছেন
একটি নাতিতরুণ ফ্ল্যাশব্যাক

বিনিময় মৃদু হচ্ছে

আয়না তৈরি করছে কেউ
কেউ বলছে
তাকিয়ে থাকার নাম
ওখানে পূর্বাভাস হোলো. . .

২.
স্লো মোশনে কুয়াশার টানটান সুতো একটা টপ- অ্যাঙ্গেল শট থেকে খসে পড়ছে অন্যরকম থ্রিলার আর যেকোনো ভূতের গল্পে এসে দাঁড়িয়ে পড়ছে একটাই নীল দরজা সেখানে ফলিত কবিতার নামে একটাও অধ্যায় নেই সাদা অক্ষরের ভেতর আপনি তামান্না বলে কারো নাম শোনেননি আপনি কার্তি বলে কারো নাম শোনেননি অথচ তাদের বর্ষাকাল নিয়ে একটা ১৫০০ শব্দের প্রোজেক্ট. . .

৩.
রাস্তার মোড়ের নাম
ওখানে হনসিকা রাখা হোলো
আর ফুলে উঠলো
আমাদের হ্যাপি আওয়ার্স
আয়নার ভেতর দিয়ে ঝরে যাচ্ছে
পালকের গণিতভাবনা
হ্যালোওও
আপনাদের স্লোগান মিলছেনা
ওখানে আমাদের পায়ের ছাপ ছিলোই না কখনো. . .

৪.

ক্যালেন্ডার জুড়ে
ঝরে যাওয়া বর্ষাতির গুণ
ভাবুন
বোতামের ঋতু থেকে
একটা হেমন্ত খুলে নেওয়ার কথায়
আলো ছিঁড়ে ফেলছে
আর
কুয়াশার ভেতর
আঙুল ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে
দীর্ঘ হয়ে যাচ্ছে
খাতাভর্তি ঘুমের ওষুধ. . .

সঙ্ঘমিত্রা হালদার- এর কবিতা

রেফারি

আমি বাড়ি যাব—একথায় এক মনে পড়া আছে
লোকেদের সেরে ওঠা মনখারাপ আর
কবেকার এক ঘোরানো বাড়িও আছে
মধ্যমপুরুষের বুকে লুকনো এক বনটিয়াও

যেন তোমাদের দল থেকে এক সুযোগে একা হতে চাইছি
কেবল শুনে শুনে কিংবদন্তী হয়ে গেছে যে চন্দনবন

যেন কাছেপিঠে রেফারি হতে চাইছি তার

ধারণা

আমরা কবিতা করতে দাঁড়াব হাইরাইজ হিলে
আর জঙ্গলে যাব মশলা পাকাতে
পতনের গ্রাম থেকে ভেসে উঠব মেট্রো সিটিতে

মাঝের কথাগুলো কি জঙ্গলের সঙ্গে সাফ হয়ে যাবে
সফেদের বিজ্ঞাপনে কালো- কুচো মুখ, ধুতে হবে বাংলার?

বাংলার মুখ কি তবে এখন থেকে
বইয়ের পৃষ্ঠা থেকে পড়া হবে?

ঘষা কাচে ধুয়ে যাবে নাতিশীতোষ্ণের ধারণাও?

হাসনাত শোয়েব- এর কবিতা

গভীর গোপন অসুখ

১.
এখানে ঘোড়ার খুড়ের সাথে অসুখ নামে। পৃথিবীর দীর্ঘতম সন্ধ্যার নাম মৃত্যু অথবা প্রিন্সেস ডায়ানার সোনালি গাউন। বহু গুরুত্বপূর্ণ কিছু জানা শেষ। ডায়ানার দু স্তনের মধ্যবর্তী দূরত্বে যেসব বিষণ্নতা গাউনে ঢাকা থাকত, না জানলে তেমন কোন ক্ষতি হতো না। তবুও জেনেছি, গুহাস্থিত মাধবীলতার সঙ্গম দৃশ্যের সবটুকু। সকল জানার ভিতর একটা ঘোড়া থাকে। তার গভীর গোপন অসুখ।

২.
সারি সারি লাল মোরগ আমার দিকে ছুটে আসছে। যাদের চিবুক জুড়ে বিষণ্নতা। মোরগের চিবুকে হাত রাখলে মানুষের পাকস্থলীর ওজন সম্পর্কে কিছুটা ধারণা পাওয়া যাবে। সেইসাথে বিষণ্নতারও।

পোষা মোরগের চিবুকে হাত রেখে বাবা একদিন বলেছিলো।
- যীশু মোরগ ভালোবাসত। কারণ তার আছে সংখ্যা সম্পর্কিত যাবতীয় ধারণা। তারা বরাবর ফুরিয়ে যায় এক, দুই করে।
- আচ্ছা বাবা, পাখিদের মধ্যে মোরগ সবচেয়ে কাছে থাকে মানুষের, কেন?
- সে পাকস্থলীর বেদনা বুঝতে পেরেছিলো।
- তবে ছুরির ভবিষ্যৎ সম্পর্কে মানুষ কতটুকু জানে?
- ঠিক ততটুকু, যতটুকু মানুষ মাংসের ক্ষেত্রফল আঁকতে পেরেছিলো।
- কনকের মাংসে যে মৃত্যুর দাগ ছিলো সেটা তুমি বুঝতে পারোনি কেন?
- দ্বিপ্রহরের যেকোন মৃত্যু গণনা অযোগ্য। এমনকি যীশুর সেই প্রিয় মোরগেরও।

যাদব দত্ত- র দুটি কবিতা

বানানো ঘর - ১

মুখস্ত করা জলে হাত পাতবে ধোঁয়া
তার কোমরগাছা একটা আদালত
নুড়ি অন্য নিরালার
ভয় অবাক ছেটাচ্ছে দীর্ঘকায় চোখে মুখে
রুক্ষতার হাঁফ ছেড়ে বেলা ফুটে উঠল
গলায় আর হাতের আঙ্গুলে বালিহাঁস
প্ল্যাটফর্ম ছাড়ালে চোখের জলে
ভরে উঠছে কচি ডাব
এরপর ধারালো ফড়িং প্রান্তর লিখে যায়
আজ নদীমাতৃক চিঠির- বাগান খুললো নদীয়া
সেই চাবিগাছাই শিশির খুলে দেখে
ভোর কেটে কেটে বিলি করে
অনুতাপের রোদ
পাতায় জমে থাকা চুড়িতে বুনে দেওয়া তিতির
তার কোমরের চলাচল দিনের জাহাজ খুলছে
এই মোমের সাথে সানাইও গলে গলে পড়বে
চিমটি কাটা ঘরগুলো যখন ঠোঁট এগিয়ে দেয়

বানানো ঘর - ২

দীর্ঘ হাসি হাসি চুঁইয়ে পড়ছে ঘর
তুমি গ্লাস তুলে ধরো সম্পর্ক নামবে
ছেটানো আলো কাঠ- ঠোকরার ঠোঁটে
জানালা দরোজা বেরুচ্ছে সেই হাতের
মাখন লিখতে লিখতে কপালও খুলছে
সেই সাইকেলে লেগে আছে
চাঁদের টুকরো আর ঝাড়গ্রাম
তার ধনুকের খিলানে সিঁদুরের বয়স বাড়ছে
পাটখোলা বনে পায়ের শব্দ
আবার বসবে তালিমে
নদীসাঁই তক্ষক বিন্দুরেখা কত রাগিনী
আঁচড়ের দুদিকেই ফোলানো তাঁবুর খেলা
আর আঁসের পিচ্ছলতার কেউ কি নেই
জলের নাভি ধরে শুধু তলিয়ে যাওয়া

অস্তনির্জন দত্ত- র কবিতা

জাহাঙ্গিরকে লেখা কবিতা - ১৯

এই মাটি ভর্তি এই গোপাট, পিছাবনি সহজ হাত ও পায় তুমি ও ভর্তি জাহাঙ্গির
ভর্তি তো গাভিন,
বাচ্চা খেয়ে বসে আছেন মা জননী উবুরচুবুর

জলে হাত দাও . .
দেখো সে একের তিন নৌকা হয়েছে বাড়ানো
এই দুপুরে কুয়োতলা অবসর হয়েছে
গোসল করো

সে দৌড়ের নাও ডুবে যায় ধুয়ে যায় আশাবরী হে মুনিষ
বৃন্দাজি গাছ থেকে হাওয়া এসে হুদাহুদি করে

ওই কান্ড ধরো, সেও ভর্তি নল, সে প্যালিনড্রোম
সমস্ত আরং জমে ভুরভুরাট এয়োস্থালি, বিয়োনোর টুকুন দেরী
আরে কি দারুণ, শিকড় দাও সে গাছ স্ট্র হয়ে যাবে

হাসান রোবায়েত- এর দুটি কবিতা

ঘড়ি

কাটা ঘড়ির পাশেই পড়ে রইল সেই মুক্ত গাছ। আর্দ্র সামুরাই, কোন সিনেমায়
তুমি দেখতে নামো পাকা পাকা ফুল !
তাপমান ছায়ার মধ্যে যে কাঁটা দুলে ওঠে চক্রাকার হাওয়ায়

এবার ঢুকে পড়ো অনন্তের বালু ঘড়ির ভেতর যেখানে শৃগাল তার শিষ্যকে বুঝিয়ে দ্যায়

জিরাফের উচ্চতা বলে কিছু নেই, একটি বিভ্রম শুধু ফুটে থাকে নকল কুয়াশায় ।
দর্জিরা ফেলে গেছে শিশুদের জুতা, হালকা তিশির খেতে ঝুলে আছে রোল কল

রোশনি আক্তার

সে কোথাও রোশনি আক্তার, হাওয়া- ভেক্টরের টানে হঠাৎ সন্ধে হয়ে উড়ে গেল
সুবিলের খেত । মেয়েটা আকাশ পেরিয়ে প্রতিদিন তিল
সেই কালোর দূরত্বে কিছু গাছ একা, জানালা বদলের কথায়
নদীরাও পায়চারি। তার গর্ভরেখায় কৃষক
ভাসছে চুলে
দূরে, দু একটা অশ্লীলতা বেয়ে পলাশ ফুটছে

উমাপদ কর- এর দুটি কবিতা

নাবিক

ঘর লুকিয়ে ফেলি
তার জানালা দুটো কেটে চোরা পকেটে ঢোকাই
দরজা একটাই হাট খোলা
তাকে রাখি বুক পকেটে
দেয়াল মেঝে ছাত সব এক থলিতে ভরে রেখে দিই
এখন আর কোনো ঘর আস্ত নেই
কেউ আর এই ঘরে ঢুকতে পারবে না
কেউ কেউ অবশ্য বলতেই পারে
‘এখানে যে একটা ঘর ছিল! ’
আমি তাদের মনে করিয়ে দেব ‘হ্যাঁ ছিল’
প্রয়োজনে দেখিয়ে দেব টুকরো টুকরো ঘরের অস্তিত্ব
পকেট থেকে থলে থেকে বুক থেকে
ওরাও লাফিয়ে উঠবে
কিন্তু ঘরে ঢুকতে পারবে না সাজাতে পারবে না
আমি ঘর বইতে বইতে নাবিক হতে থাকব. . .

ছায়া

ছায়া ভরহীন তবু তাকে ছাই হতে দেখি
দেখি সে সামনের দাওয়ায় একা একাই পুড়ছে
বাগানের ফুলগুলো হেলেদুলে দেখে আর আমি
নাম
না
জানা
ছায়া অন্ধকারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পোড়ে

আমি
তার
হাতে
মন্দিরা তুলে দিয়েছিলাম, সে কিন্তু পোড়ে না
ধ্বনিতে নাচিয়ে তোলে ছায়া আর পুড়তে সাহায্য করে
তফাতে
দাঁড়িয়ে
আমি
নিজেকে পরখ করে দেখি পুড়ছি কি না
আমি
নই
আমার ছায়া পুড়তে থাকে. . . ।

দেবাশিস মুখোপাধ্যায়- এর কবিতা

যে যেভাবে বেঁচে

১.
বৃষ্টির শরীরে রক্ত
এর নাম মেয়েদের শরীর খারাপ
বললেও রকবাজ মেঘ
ছাদের ওপারে হেসে
একটা গীটার তুলে
গানে বিদ্যুৎ বাজায়

২.
স্কুলের চৌকাঠ পেরোতে না পারায়
এখনও ফুলটুসি দিন
একটি মৃত শরীরকে শোনাচ্ছে
অধিকাংশ অঙ্ক একটা ভুল জানালায়
চোখে এঁকে নিচ্ছে সবুজ
মোবাইলে চড়ুই ধরে
সেলিম আলি শোনালে
একটা ক্লাস ফুড়ুৎ পায়
এই উঠোনের ক্ষুদে হাসি

৩.
মার্জিন না রেখে লেখা বাঁকা রেখায়
মেয়েটির রিপোর্ট

কখন অন্তঃপুরের পোড়া ঘা
অ্যাসিড ছোঁড়া অন্য গল্প
ধূর্ত শেয়াল আর মুরগি ছাড়িয়ে
রাতভোর ভোজে ভর করে
আর স্পেশাল করসপন্ডেন্টের জায়গায়
কাঁপা অক্ষরে সবিতা সর্দার বা নাজিমা খাতুর . . . .

৪.
পাতায় পাতায় লজ্জা শুনছে
বাঁকানো মেরুদন্ডকথা
ছাদ উড়ে যাবার পর
পৃথিবীর আভরণ চোখের সামনে
অর্থের ভেতর সারল্য খুঁজতে
অধিকাংশ বন হাপিশ তালিকায়
সাইকেল নিয়ে অনেক গল্প
কিন্তু সাইক্লোনে নেই
এখন আপাতত ক্লোনে . . .

৫.
বাউল খেলায় পা পুড়ে গেলে
ঘর এক বন্দী সিনেমা
সাদা কালোয়
অ্যানড্রয়েড ঘাঁটে
বাংলাদেশের পোড়া হিঁদুঘর
গাজার বোমায় ওড়া
হামাস শিশুর ঘিলুতে থিত হয়ে

পর্দা টানে হাতের
অক্ষরে ফোসকা পড়ে . . . .

গৌরব চক্রবর্তী- র কবিতা

সন্ধ্যাবাতি

সেই যে মেয়েটি. . .
তার ঘামের বর্ণনায় বিভিন্ন পুরুষ
প্রশ্বাসভর্তি পুরুষালি হাওয়া
এতটা ঋজু, যে, ন্যুব্জতায় পাড়ি দিতে সক্ষম
স্বনামে তার খ্যাতি— পা থেকে বুক অব্দি
বুকের ওপরে আর যাওয়াই যায় না
বিপদসংকুল
আন্তরিক লুটেরা প্রজাতির, পরম ঈর্ষাকাতর
আবাল্য মিথ্যুক— তার মিথ্যায় কী যেন... ছেঁড়া গেছে!

সেই যে মেয়েটি... রাতজাগা—
আসলে পরচর্চায় ঘুম হয় না!
‘করো’চর্চায় তার বাতিক মুদ্রাদোষে ঢলে পড়েছে
প্রতিদিন
দিনের আগে ও পরে, ওপারে... সূর্যাস্ত অব্দি

ভাস্বতী গোস্বামী- র দুটি কবিতা

আবার জিরাফ ১

জিরাফ পাতায় দার্জিলিং
অতনু কবিতা পড়ছে
হাওয়া
রাস্তার দুপাশে চোখ
আমি হরিণ ভাবি

বন পালিয়ে যায়
ঝিকো ঝিকো দেবার ছিল
আপেলে ভোর এলে বিকেলের কি?
কবিতাফল্ সে শিফন
রতি
ফুঁ দেবার আগেই ঠিকানার হাতবদল

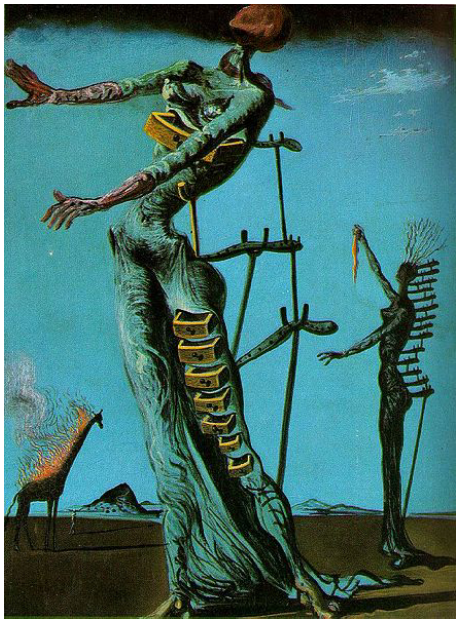

আবার জিরাফ ২

আমি আজ জিরাফ সেবন করলাম
গলাবন্দী আট্‌কানো মুণ্ডুটার জন্য হোমিওতে যাই
শুকনো ডাঙায় শুনি বৃষ্টির ছাপ
এ এক অদ্ভুত দেশ
শব্দ চুরি যায়
ঘণ্টা চুরি যায়
পাশের বাড়ির মেয়েগুলো এতাল বেতাল হাসে
মেয়ে হতে হতে সবাই বোতল হয়ে যায়
ছিপি খুললেই উড়ে যাবে
পরী আর মাছে গিসগিস কোরে যত আঁশটে গন্ধ ছড়াবে
আপ্রাণ চাপে রাখছি
গলা আঁচড়াচ্ছে চুল আঁচড়াচ্ছে অশান্ত জিরাফ
আঁচড়াতে আঁচড়াতে আবার হোমিও পাড়ায়
নাক্সভমিকা - বাইকার্ব - টুয়েন্টি - সিক্স ইত্যাদি ইত্যাদি
আসলে কোন সেক্স এডুকেশন দেওয়া হয় না আমাদের স্কুলে

মোস্তাফিজ কারিগর- এর তিনটি কবিতা

ঈশ্বরের হাতঘড়ি

এইখানে ক্রমোচ্চ সিঁড়ি বেয়ে উঠে যাচ্ছে বাজারের উষ্ণতা, দেহসুর
এইখানে ক্রমোচ্চ সিঁড়ি বেয়ে ফুলে উঠছে মুদ্রাস্ফীতির লালা
আর একই সাথে বাড়ছে গণিকাকুটির ও ধর্মকুটির

দেহের প্রার্থনা দেহে, মুখোশের প্রার্থনা ধর্মমুখোশে
মুখোশ বানানোর কৌশল শিখেছে মানুষ এতদিনে
শরীরের চামড়ার ভেতর সঞ্চিত চর্বির প্রণালীর মতোন

ক্রমোচ্চ সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে নেই কোন সাদা কাক ও কবিতা
কেবল ঈশ্বরের হাতঘড়ির শরীরে বাজছে আমাদের ক্ষুধা ও ক্ষুর

নীল শেয়াল

অন্ধকারের সালুন। মিহি ঝোল। দাঁতাল চামচ। নৈশভোজ- চোখ
তুলে তাকিয়ে আছে নীল শেয়ালেরা। শেয়ালের লোমকূপে
উৎসব- চোয়াড়তা, সাঁড়াশির ধাতব ঘ্রাণ ভেসে ভেসে

ঘিরে ধরে আছে মানুষের ক্ষুধা- ভেজা পেয়ালায় জলের
শরীর বেয়ে ওঠে ঘামের মৃত্যু, খাদ্যের কুয়াশাহীনতা, টেবিল

টপকিয়ে উঠছে উপরে

নীল শেয়ালেরা, সারি সারি। শিকড় থেকে ক্রমাগত
শিখরে উঠে যাচ্ছে

মাসিকের রক্তবালিশের মতো নির্বাসনে দাড়িয়ে কী দেখছেন

আপনারা ?

ভুতুড়ে বাদুড়

তৃণধান্য খেয়ে চলেছে দূরাগত নষ্ট পাখিরা- আমাদের- নিকানো আঙিনায় ভেসে উঠেছে
নবোদভিন্ন মহাজনি বাদুড়ের লেজ- মৃত্যুর কোরিওগ্রাফির সম্মুখে আমি আর আমার মা চোখ খুলে
রাত্রিরচনে তৎপর হই- গদারের রাত শেষে তারাকোভস্কির ভায়োলিনের দৈর্ঘ্যের মতো

সকালের বীর্যহীন গর্ভধারিণী রাত হে, তোমাকে দেখি মৃতফড়িঙের চোখের মতো থির হয়ে আছো
মা আমার মাথায় বাবার অক্ষমতা বুলিয়ে দেয় তারপর একই সাথে হেঁটে যায় বাড়িঘনিষ্ঠ
পুকুরের ঘাটে- আকাশে বিলিয়ে দিই চোখের তীর- সমস্ত আকাশে- হনন করি সেবিকারঙের
মেঘেদের ক্ষেত- জোস্নার রঙ- তারাদের পুতুল শৈশব

পুকুরের ঘুমমতী জলে লাফিয়ে ওঠে মাছের রুপালি শ্বাস- তারই মৃদু চুমু খেয়ে রাত্রি রমণীর মতো
বুকের পত্র খোলে

পুকুরের জলে- জল ভেঙ্গে চলে- জলের গহীনে
জোস্না হেসেছিল- ঢেউয়ের মদখোর শিরায়

এমন জোস্না আর কখনো দেখেনি- জলের শান্ততা- দিঘির গভীরতা
তারও বেশি গভীর হয়ে মায়ের চোখ হতে বিন্দুজল বেদনার সর্পিলতা মেখে
নাকের একটু উপরে এসে লাফানো ব্যাঙের উৎসব-

রাতের মহামান্য ভুতুরে বাদুড়েরা ঝুলে ঝুলে থাকে, তবুও

আমরা তাকিয়ে থাকি আমাদের ভিটেমাটি- তৃণধান্য- মাছের রুপালি শ্বাসের দিকে

সোম সরকার- এর কবিতা

ঠোঁট ফেটে গেছে

দেখতে পেলাম । ঠোঁট ফেটে গেছে । সরু সরু প্রতিবাদী দাগ । তিনটে না চারটে । সিগারেটের ধোঁয়ায় আবছা দেখায় দোতলা থেকে । ঘামছে একা একা । হাওয়া চুপ । রাস্তা আরো চুপ । কুকুরের ছানাটা হঠাৎ বড়ো শান্ত হয়ে যায় ।

সব হাতকাটা ব্লাউজের তলায় ঘুমিয়ে থাকে একটা গন্ধ । সুদূরপ্রসারী গন্ধঘেঁষা একটা হাসি । কিন্তু সব হাসিতে ব্রা উঁকি মারতে শেখেনি । অনেক সংযত হয়ে যায় অধিকাংশ ব্রা । আজ কেন? কাল বা কেন? পরশু বা তরশু নয়, যীশুর মত সর্বকালীন হতেও পারে এই ফাটকাগিরি । ভালো লাগে এদের ফাটকাবাজি দেখতে । শাড়ি চুপ । শায়া চুপ । ল্যাম্পপোস্টের তলায় চুপচাপ শুয়ে আছে তার পলিগ্রাফ ।

নাকি পলিগ্রাফের হাতছানি ? ইচ্ছা নেই সঠিকত্ব খোঁজার । সঠিক খোঁজের মধ্যে মজা নেই । নিখোঁজ খাঁজ খুঁজতে যাওয়ার মত । সে যাকগে । তবে একটা ভয় আছে । সেই ভয়টা লাস্ট বাস মিস করার । তার সাথে রয়েছে মিসিং লিংকের অবৈধ থুতু ছিটানো । কালক্রমে ।

ঠোঁট তার ফেটেই চলছে । জ্বলছে ছোট ছোট অনেকগুলো প্রতিবাদের আলো । শুধুমাত্র চুপের নিজস্ব কোনো আলো নেই । ভীষণ ব্যক্তিত্বহীন চুপ ।

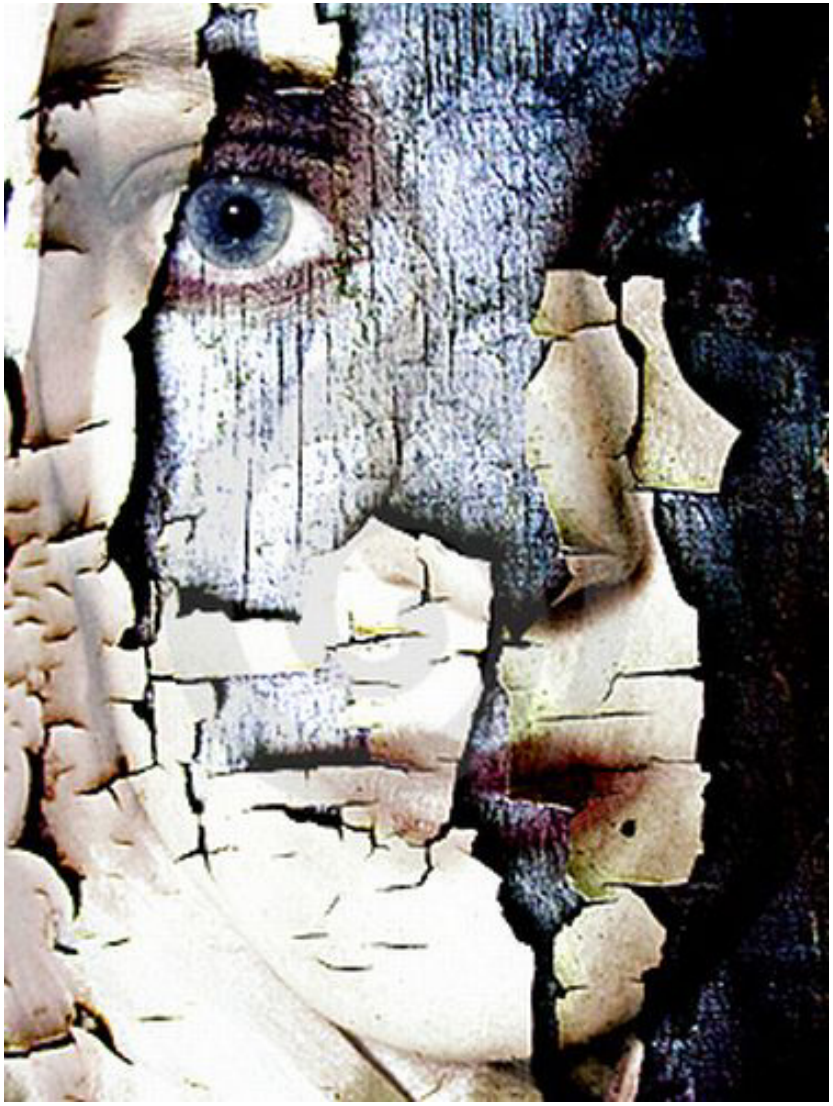

কৃষ্ণা মিশ্র ভট্টাচার্য- র কবিতা

ফিবারেলা

গোল্ড ফিবারে কাঁপছে হাতের তালু রাংচিতা জান্ঘ
কাঁপতে কাঁপতে সিঁড়ি বেয়ে দাঁড়িয়ে যাওয়া ট্রায়াঙ্গুলার পার্কে
বদমেজাজি বাড়িটি তখন গোপন আঙরাখা খুলে ডেস্কটপের বাটন টেপে
হাঙ্গার অ্যান্ড ওবেসিটি একই কয়েনের দুই পিঠ
মাঝরাতে ইনসোমনিয়ার হাই তোলে ছেনাল চাঁদ
নাগরালি বাতাসে ঘুম ঘুম সুখ- পায়রা ঘণ্টা
পুনর্বিবেচিত রূপকথারা ১লা তারিখে মাইনে জমা রাখে কাঁকড়ার ব্যাঙ্কে
চোখের চালসা সারিয়ে সেক্স- স্টার্ভড্ শার্করা এখন ডুব সাঁতারে কিশোরী- তন্দুর খোঁজে - -

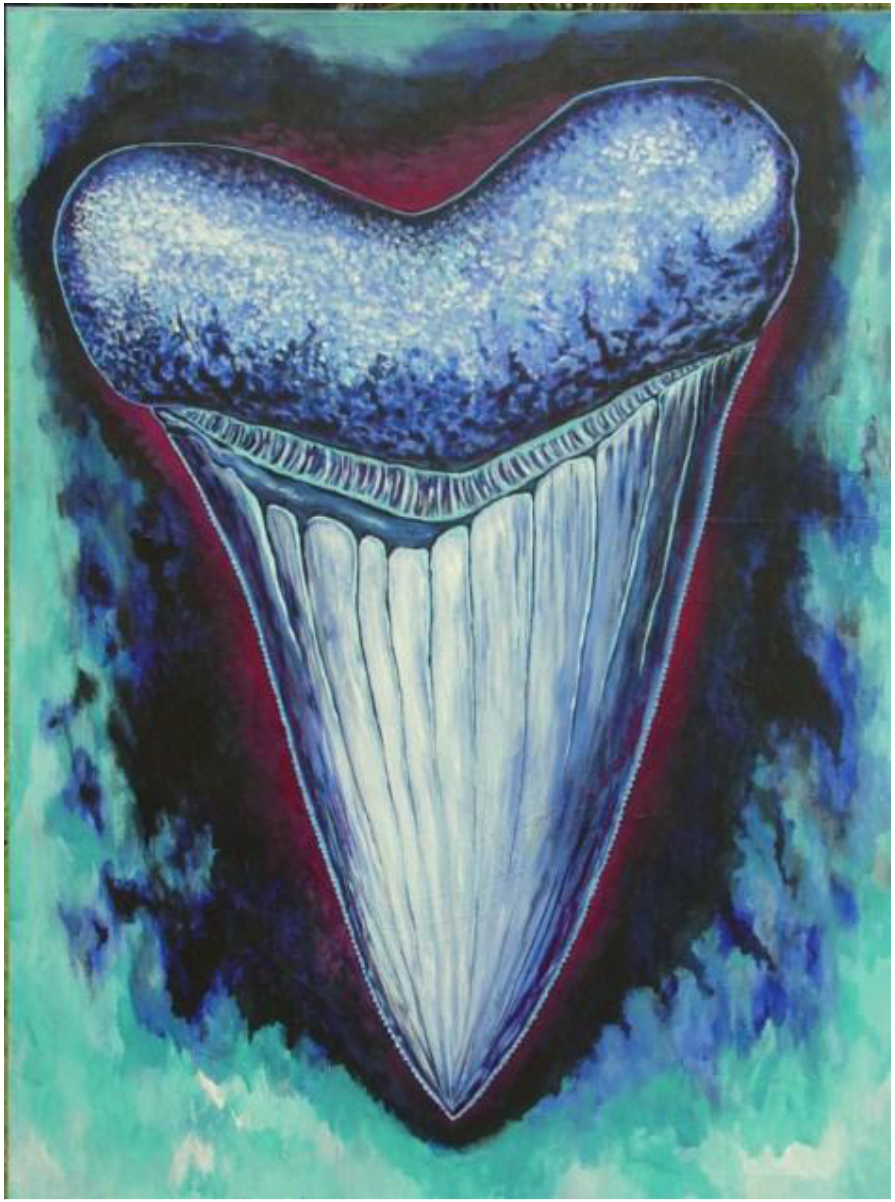

দিলীপ ফৌজদার- এর কবিতা

উড্ডীন পাখার আলো

পাথরের ভেতর থেকে স্ফটিক কণার আলোরা যেরকম
বেরিয়ে আসতে চায়
পাতার ভেতর থেকে সেলুলোজ শিরাদের জীর্ণ প্রয়াসে যেরকম স্কেচ
কিম্বা প্রজাপতি যেরকম জীবন্ত উড্ডীন পাখাতেও আলো
বিকীরন করতে করতে কোথা চলে যায়
কেউ ধরা থাকে না বদলে বদলে খেলে যায় নিরন্তর
খেলার ভেতরে বেঁচে থাকার এ অদ্ভুত প্রক্রিয়া
কি ভাবে কি ভাবেই যে আসে যায়
এই অস্পষ্টতাকেও স্পষ্টতার কোন এক ভেজা ন্যাকড়া
মুছতে চলে আসে
অনর্গল এই দ্বন্দে স্বচ্ছন্দ বেলুনগুলি ওড়ে

দীপঙ্কর দত্ত- র তিনটি কবিতা

ঘিন

সংক্রান্তি নেই অনুষ্কার অধিকমাস
আমন মাড়াইয়ের প্রতি তূষ ভয়ো ভোর ধিকিজ গ্যাজেট
নাকামিয়াব ইশ্ক ধান্ধেকি কসম যখন মুকম্মল হতে থাকে নীলামী বোলিতে,
ছাতা পড়তে পড়তে অয়েস্টার মাশরুমের ফাঁকে চুচুক ফুঁড়ে ওঠে দুধবিন্দু, তুতলা আলফাজ,
একলব্যের তর্জনী
পাঞ্চিং এরারে এরারে ভাদ্দুরে লজীজ গুলাবী গোশ্ত চেতিয়ে পিন দেয় নবান্নের টার্মিনাল ডিমেনশিয়া - -
অনুষ্কা চেয়েছিলো ওর থন- চালিশার গায়কী ট্র্যাডিশনাল হোক
আমি নিড়ানি মেরে অর্বুদ ফাটিয়ে ফাটিয়ে ডেথ মেটাল জুড়েছি স্টিমি স্টিমি ফ্লেশি ব্লাস্ট বিট ট্রেমোলো পিকিংয়ে - -
ডেড- অফ- দা- নাইট অ্যাসল্টের পর বুড়ি যখন চাঁদের স্প্লিন্টার্স রূপোগুলো রুয়ে চলে উদ্বিন্দুর দ্রাঘিমায়,
লমহা লমহা নোখপালিশের রং বদলে যায় হ্যালোউইন ডেট- রেপ কিটোন
আফজায় - -
একটার পর একটা
একটার পর একটা দোগলা
কোঠায় ঢুকছে বেরুচ্ছে
ঢুকছে বেরুচ্ছে
আর দরোজার ক্যাঁচ নিপিত্তা চিকখৈর
আকাশময় খড়ো আগুন ক্ষেতি- বাড়ি, ক্ষেতময় কেলাস, ক্রন্দসীর স্ল্যাব
রুদালী ভূঁই- টায়রা দুলছে চিতির জিভ বিভাজিকায় - -

হ্রেসা

ব্লু অ্যাগেভ আর হর্স সিমেনের টেকিলা গ্লাসগুলি সশব্দে টেবিলে নেমে আসার পর
অনছুয়া একেকটি ভার্জিন গ্ল্যাসচাইম উঠে যাবে সরাই সিলিংয়ে
আঠেরোটা জানালা
একটা একটা করে এভাবে খুলবি হাওয়াদের যেন দানোয় পায়, আরপার লোটপোট
ইন্সটিংক্ট ফাকিং বাজিয়ে যায় থরো জিংগলিং থরোথরো চাইমস শিঞ্জিনী
ব্যাস তুই এটুকু ইভেন্ট ম্যানেজ কর
পেটে বুকে জিগর থলিতে ক্যাঙারু বাচ্চার মতো থবু প্রেমেরা জরদগব

মেঝেয় আলতো ছেড়ে দিয়ে তুলোট পিংপং পা- পা হাঁটাই
কালোরা দ্যাখে না, বেতো শাদারা দ্যাখেই না
খয়েরিরা দেখেও দ্যাখে না
ছাই ছাই রঙা টাট্টু ঠ্যাঁটা জিদ্দি হেঁটমুণ্ড বালুরঘাট - -

সরো দেহি
সারাদিন পক্ষীরাজ মাঞ্জা মাইরা বাজারে চরবা আর হাগবা আইসা ঘরে এই আথালে !
পা সরাও চিঁহি, এট্টু ঝ্যাঁটাই নিকাই তোমাগো নীলরতন সরকার
সওয়ারী নাই চাবুক নাই রাতভর কান পাইত্যা শোনো
ক্ষুধা এই প্যাটের শত্তুরের চিকনি চুপড়ি
আর মালসায় ভাত পিণ্ডির টগবগ
একটা ঘোড়ার জন্ম হইলে দ্যাহন লাগে এক্কাকাগবগ্গাগো সাজো সাজো
চাইম শিউরণ আহ্লাদী আটখানা ট্র্যাকে ও টার্ফে
বরং হোগলাগুলি ফাইড়া লামাও, জাবনা খাও শোও বিছায়া বিছায়া
কিন্তু আলো আসুক, চান্দের ছোবনাহান দেহি ফাটা চালে
হাওয়ারাও বেবল্গা ওফোঁড় ওস্পার দেখুক মহীনের শপাং ল্যাশিংয়ে –

ফ্লোরিডা, হ্যালান্ডেল বীচ
সময়টা ঊনিশশো তিরাশি
স্যার ভিভ তখন যেখানে সেখানে স্ট্রোক খেলছেন
নীনার বেবী বাম্প দৃশ্যমান
চার্চিল ডাউন্স ব্রীডার্স কাপ জুভেনাইল জিতে
টাটকা টকটকে একটা সূর্য উঠে আসছে
আর সেই আলোয় অহল্যাকে মেটিং করাচ্ছে ট্রেনার রুস্তম
ফাক্ বাডি গ্যালান্ট ফক্স
আর আজ যখন তাদের অষ্টম প্রজন্ম ট্যারেন্টুলা

হোক্কাইডোর ক্রোশ কে ক্রোশ আভাতি বালুকাবেলা গ্যালপ গ্যালপ
ঝড়েরা কেতাবী স্রেফ ওঠে, কিন্তু পাতাটি নড়ে না
জলথলের ফাটল গলে করাল জলেরা জল ছেড়ে দেবী সিক্তা বিকটনয়না
ঘোড়া যেখানে থামে সেটাই মিয়াগী, এপিসেন্টার
ট্র্যাক, গ্র্যান্ডস্ট্যান্ড প্লাবনে জ্যাকপট ভাসিয়ে নিয়ে যাও
আঁতুরেদের বিচালির কানপট্টি থলিতে মেশাবো হাক্কা য়ুরেনিয়াম রডস্ নুডলস্ –

ক্লিভেজিটেরিয়ান ইডিয়ট - ১

আলিমার বাবা যখন সৌদিতে ছিল নকশা কাটা মাকড়ি খাগড়াগড়ে তোকে বারণ করেছিলাম
আলগা আলগা করে বসানো আধলা ইঁটের কটকটে নীল বারমুডা ওই জামাইকে ঘরে তুলিস না
জল যত অস্বচ্ছ হয়েছে ততই নিকেশ হয়েছে মালিপাঁচঘরা
হেস্টিংস মিলের বেড়ালের গলায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা রাজাবাজার ও অন্যদিকে এক্সাইড মোড়
সরীসৃপ ভবনের কোনও ঘরে জলঢোরা, উইন্ডস্ক্রিনে রাজ্যের এক হাইপ্রফাইল অজগরের কিউবিকল
আ কনভেনশন ডিমান্ডিং দ্য কোলাপসিবল গেটের শান্তিপূর্ণ, স্বাভাবিক মানে কী, প্রশ্ন ক্যাম্পাসে
সদ্যপ্রয়াত উপনির্বাচনে পার্টির এই দুর্দিনেও গহনার মজুরিতে ২০% ছাড়
সে কী আছাড়িপিছাড়ি কান্না কাঁচা মেঝে ফের সুর্মা দিয়েছিস চোখে সাতমাসের পোয়াতি
শনিবার সন্ধ্যায় বিষ খেলো যার বাড়ি তাকেই বলতে দাও দাঁড়াশ
রোববারের মাঝ সকালে বারান্দায় পর পর দু'বার গর্ভবতী হওয়ায় শিথিল হয়ে পড়েছে কোটি টাকার বিনিয়োগ
তেল দিয়ে পাট করে আঁচড়ানো কাজলটানা চুলে জঙ্গি প্রশিক্ষণ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখাচ্ছিলেন ডাইনি বেহুলা

(উৎস: "এই সময়" সংবাদপত্র, তাং ২১শে অক্টোবর, ২০১৪ ।
বিভিন্ন রিপোর্টের বিভিন্ন কাঁচিকাটা অংশ শাফল করে
সেঁটে সেঁটে তৈরী করা ননসেন্স কাট আপ কবিতা।)